কালের কণ্ঠ

23 APR 2016
20 8

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

যৌন হয়রানির দায়ে বাধ্যতামূলক অবসরে অধ্যাপক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ছাত্রীকে যৌন হয়রানির দায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি এবং ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মজুমদারকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য উজ্জ্বল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান এই সিদ্ধান্তে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছেন। সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সভায় তিনি দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটি গঠন ও কার্য প্রক্রিয়ার মধ্যে সমস্যা আছে।

বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রথম

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

যৌন হয়রানির —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বর্ষের এক ছাত্রী বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক কামরুল হাসান মজুমদারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটির কাছে। পরের মাসে কামরুল হাসান মজুমদারকে বিভাগের পরীক্ষা ও ছাত্রীদের গবেষণাসংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কমিটি সূত্রে জানা গেছে, কামরুল হাসান মজুমদার মোবাইল ফোনে ছাত্রীটিকে একাধিকবার আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলে বিভাগে ভালো ফলের নিশ্চয়তাসহ . শিক্ষক হওয়ার লোভনীয় সুযোগের ব্যাপারে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন ওই শিক্ষক। ওই ছাত্রী তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ওই ছাত্রী দাবি করেন, প্রথমদিকে তিনি শিক্ষককে নানাভাবে নিবৃত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দিন দিন শিক্ষকের যৌন হয়রানির মাত্রা আরো বেড়ে যায়। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ দেন।

পরে তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কাছে ২০১৫ সালের ২৭ এপ্রিল তাঁকে চাকরিচ্যুত করার সুপারিশ করে। সিন্ডিকেট সুপারিশ গ্রহণ করে একটি সুপারিশ পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সায়েন উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত চার সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি পর্যালোচনা শেষে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরের সুপারিশ করলে সিন্ডিকেটে তা অনুমোদন পায়।